৭

যুগান্তর

তারিখ ... JUN 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ২ ...

বরিশালের কলেজগুলোতে ৭৮ সহস্রাধিক আসন শূন্য থাকবে

রাহাত খান, বরিশাল ব্যুরো

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে রেকর্ডসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করা সত্ত্বেও আগামী শিক্ষা বর্ষে বরিশালসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীর ৭৮ হাজারের বেশি আসন শূন্য থাকবে। হাতেগোনা কয়েকটি কলেজে ভর্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সিংহভাগ কলেজ ভুগবে শিক্ষার্থী সঙ্কটে। যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো কলেজ গড়ে ওঠার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এসএসসি'র ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চলতি বছর বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫৬ হাজার ৩৩৯ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলেও পাস করেছে ৩৩ হাজার ৪১০ জন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পিয়ার উদ্দিন আহমেদ জানান, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ বছরই সর্বাধিক সংখ্যক পাস করেছে। বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক বশির আহমেদ জানান, পাসের হার অন্যান্য যে কোন বছরের তুলনায় বেশি হলেও কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী সঙ্কট থেকেই যাবে। শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শন শাখা সূত্রে জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৪৮টি কলেজের ৩ বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও হিসাববিজ্ঞান) ১ লাখ ১১ হাজার ৬শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তির আসন রয়েছে। প্রতিবছর কর্না ঈর্ষণীয় ফলাফলের কারণে এর মধ্যে কয়েকটি কলেজ নির্ধারিত আসনের দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তি করতে বাধ্য হয়। এসব কিছু মিলিয়ে হিসাব করলেও আগামী শিক্ষা বর্ষে ৭৮ হাজার ১৯০টি আসন শূন্য থাকবে কলেজগুলোতে। বরিশাল সদর উপজেলার ৭৮টি স্কুলের ৪ হাজার ৪৪০ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে এবছর পাস করেছে ২ হাজার ৯৮০ জন। অথচ বরিশাল সদর উপজেলায় ১৮টি কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৮ হাজার ১শ'টি। সে হিসেবে সদর উপজেলার ১৮টি কলেজে ৫ হাজার ১২০টি আসন শূন্য থাকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ এবং সরকারি মহিলা কলেজে আসনের অতিরিক্ত ভর্তি করার প্রবণতা থাকায় অন্য কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী সঙ্কট আরও প্রকট হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীর চেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বরিশাল 'বিএম কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মাকসুদা বেগম যুগান্তরকে বলেন, নিয়ম বহির্ভূতভাবে যত্রতত্র কলেজ গড়ে ওঠায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল, সস্তা জনপ্রিয়তা এবং ব্যবসায়িক কারণে নিয়মনীতিকে পাশ কাটিয়ে কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি না করে এসব কলেজ শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করছে। পড়ালেখা শহরকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এতে মেয়েরা কিংবা নিম্ন আয়ের অভিভাবকদের সন্তানরা পিছিয়ে পড়ছে।